

ভিয়েতনাম-লেবানন ফেরত ও হেপ্তারকৃত প্রবাসী শ্রমিকদের মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি

প্রতারণাকারী রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট অসাধু কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত কর
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন এবং সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল ২৯ সেপ্টেম্বর '২০ এক বিবৃতিতে লেবানন ফেরত ৩২ জন প্রবাসী শ্রমিকের হেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হেফতারকৃত শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তি, যথার্থ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং এই শ্রমিকদের সাথে প্রতারণার জন্য দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি এবং দায়িত্বে অবহেলাকারী সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যে প্রধান তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স। বিদেশের মাটিতে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অমানবিক পরিবেশে কাজ করে প্রবাসী শ্রমিকরা প্রতি বছর দেড় লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা দেশে পাঠায়। তাদের প্রেরিত ডলারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্ফীত হয়, দেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের উপকরণ আর শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল প্রবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা। প্রতারণিত শ্রমিকদের বিদেশে সার্বিক নিরাপত্তা, দেশে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন, ক্ষতিপূরণ আর প্রতারক রিক্রুটিং এজেন্টদের হেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কিন্তু রাষ্ট্র উল্টো নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। দূতাবাস আর বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অবহেলাকে আড়াল করতে প্রতারণিত প্রবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের হেফতার করার এই ঘটনা প্রতারক রিক্রুটিং এজেন্টদের আরও উৎসাহিত করবে। ইতিপূর্বেও মধ্যপ্রাচ্য ও ভিয়েতনাম থেকে প্রতারণিত হয়ে ফেরত আসা ৩০২ জন প্রবাসী শ্রমিককে হেফতার করা হয়েছিল।

নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রের এই ধরণের দায়িত্বহীন আচরনের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে হেফতারকৃত প্রবাসী শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং প্রতারক রিক্রুটিং এজেন্টদের হেফতার ও বিচার করার দাবি জানান।